কিবরিয়াকে নিয়ে ব্যক্তিগত কিছু কথকতা

শওগাত আলী সাগর

১.

নগরে যদি আগুন লাগে তবে দেবালয় কি রক্ষা পায়? অতি পুরনো এবং বহুল ব্যবহৃত এই প্রবাদটিই খুব বেশি করে মনে পড়ছে। বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এমএস কিবরিয়া গ্রেনেড হামলায় নিহত হওয়ার পর ঢাকায় আমার পুরনো সহকর্মী কিংবা বন্ধুদের যাদের সঙ্গেই কথা হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকেই অভিন্ন একটি কথাই আমাকে বলেছে, ' দেশ ছেড়ে গিয়ে কি বাঁচাটা বেঁচেছেন, এখন বুঝতে পারছেন তো? দেশে ফিরে আসার নাম একেবারেও নেবেন না।'

বন্ধু-সহকর্মীদের এই কথার মধ্যে কতোটা যে বেদনার ছোঁয়া আছে, তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্নই জাগলো মনে,'সত্যিই কি দেশে ছেড়ে এসে খুব সুখে আছি আমরা? বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ কি আমাদের একেবারেই ছুঁয়ে যায়না? কিংবা শাহ এ এম এস কিবরিয়ার হত্যাকান্ডের পর কি আমরা খুব সহজেই মুখ ফিরিয়ে নিতে পেরেছি এই ভেবে যে, ওটি একদা আমার দেশে ছিলো, এখন ওখানে কিছু হলে আমার কি-ই বা যায় আসে!'

অতোটাই যদি পাশ ফিরিয়ে রাখা যেতো, তা হলে সাবেক ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন মুকুল কেন ভেজা কণ্ঠে টেলিফোন করে অনুযোগ করেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি গতকালই আমাকে ফোন করবে?' স্বজনদের কেউ মারা গেলেইতো মানুষ কেবল প্রত্যাশা করে বন্ধুদের কেউ কেউ সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়াবে। শাহ এএমএস কিবরিয়া কি তাহলে এই দুর প্রবাসেও কারো কারো স্বজন ছিলেন ?

২.

শাহ এএমএস কিবরিয়ার অনেকগুলো পরিচয় আছে। তিনি রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদলটির রাজনীতির সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন, জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন, ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী, এসকাপের সাবেক নির্বাহী সচিব প্রভৃতি পদপ্রাপ্ত। সংবাদপত্রে, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত একটি সংবাদপত্রের অর্থনৈতিক রিপোর্টার হিসেবে চাকুরী করার সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার নিজেরও এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। বলাই বাহুল্য, একজন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেশের একজন পেশাদার অর্থনৈতিক সাংবাদিকের যে ধরনের সম্পর্ক হতে পারে, আমার সঙ্গেও তার চেয়ে বাড়তি কিছু ছিলো না।

কিন্তু গেলো সপ্তাহে সন্ধ্যায় কর্মস্থল থেকে ফেরার পর ঘরে ঢোকার আগেই সেরীন (আমার স্ত্রী) যখন আমাকে জানালো হবিগঞ্জে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে এবং কিবরিয়া সাহেব মারা গেছেন,

তখন বুকের ভেতর একটা চিনচিনে ব্যথা শুর□ হলো। এমন একটা দুঃসংবাদ শোনার জন্য মানসিকভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ঘনিষ্ঠ কোনো স্বজন-বিয়োগেই তো কেবল এই ধরনের রিনরিনে বেদনা বোধ তৈরি হওয়ার কথা! তা হলে শাহ এ এম এস কিবরিয়া কি আমারও স্বজন ছিলেন?

৩.

কথা হ□ছিলো বাংলাদেশের ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার সোহেল মঞ্জুরের সঙ্গে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে সোহেল মঞ্জুর হঠাৎ বলে বসলেন,'আপনার মন্□ীকে তো মেরে ফেলেছে'। 'আপনার মন্□ী' - কথাটা কানের মধ্যে বাজতে লাগলো। শাহ এ এম এস কিবরিয়ার সঙ্গে আমার অতোটা দহরম মহরম আমার ছিলো না, যার জন্য 'আমার মন্□ী' বলা যায়।ঢাকায় সংবাদপত্রে কর্মরত অবস্থায় কেউ আমাকে এই কথা বললে আমি হয়তো তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ করতাম। কিন্তু আজ কেন জানি এই কথার প্রতিবাদ করতে ই□ছ হলো না। বরং মনে মনে বললাম, হ্যা, কিবরিয়া সাহেব আমার মন্□ী ছিলেন বই কি!

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ কিংবা মন্□ীরা মিডিয়ার ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহী থাকেন। রাজনীতির জন্য প্রচারণাটা অতি জর□রী'- সম্ভবত এই বিশ্বাস থেকেই মন্□ী-এমপিরা মিডিয়ার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন। কেউ কেউ আবার কম কাজ করেন বলেই প্রচারনাটা একটু বেশি চান। ফলে মিডিয়া তাদের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়। বাংলাদেশে একমাত্র অর্থমন্□ণালয়ই সম্ভবত এর ব্যতিক্রম ছিলো, যেখানে সাংবাদিকরা তেমন একটা জামাই-আদর পেতেন না।(এখন অবশ্য অবস্থা পাল্টে গেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সব মিডিয়ার প্রতিনিধিরাই এখন সারা দিন বসে থাকেন অর্থমন্□ণালয়ে।) কিবরিয়া সাহেব আরো একটু বেশি নিভৃতচারী হওয়ায় সাংবাদিকদের জন্য পরিবেশটা তেমন অকর্ষনীয় কিছু ছিলো না।

তবু বলতে পারি, কিবরিয়া সাহেবের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক আমার গড়ে উঠেছিলো। বাংলাদেশে সাংবাদিকরা রাজনীতিবিদ, মন্□ীদের ভাই সম্বোধন করলেও কিবরিয়া সাহেবকে আমরা সাংবাদিকরা 'স্যার' বলতাম। 'কেন?' - সেই প্রশ্ন কখনো নিজের মনেও উদিত হয়নি। ভোরের কাগজ পত্রিকার ইকোনোমিক রিপোর্টার হিসেবে কিবরিয়া সাহেবের সঙ্গে প্রথম আমার কথাবার্তা শুর□ হয়। অর্থমন্□ণালয়ে কোনো সভায় গেলে আমি অনেকটা নিরবে পেছনের দিকেই থাকতাম। অর্থমন্□ীর বক্তব্যের নোট নিতাম। অন্যসহকর্মীরা প্রশ্ন করলে কান পেতে শুনতাম মন্□ী কি জবাব দেন। তবে আমার প্রধান কাজ ছিলো, তাঁকে রাতে বাসায় ফোন করা এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত পাওয়ার চেষ্টা করা। সহকর্মীদের কাছে শুনতাম, অর্থমন্□ীকে কখনোই নাকি ফোনে পাওয়া যায় না। অফিসে ফোন করলে পিএ বলে দেয় 'স্যার মিটিং' এ

আছেন, আর বাসায় ফোন করলে জবাব আসে ‘বাসায় নাই। আমার ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমটি কেন হয়েছিলো, তা নিয়ে আমি নিজেও কখনো ভাববার ফুসরত পাইনি। হয়তো পত্রিকার নাম-ডাক এবং আমার লেখা রিপোর্টে তাঁর মন্□ব্য নেওয়ার ক্রমাগত প্রচেষ্টা ভুমিকা পালন করেছিল।

একদিনের কথা। অর্থমন্□ালয়ে গুর□ত্বপূর্ণ একটি মিটিং ছিলো, নানা সুত্র থেকে আমরা বৈঠকের খবর সংগ্রহ করেছি। বৈঠকে কিছু স্স্লর্শকাতর বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পাই, কিন্তু কোনোভাবেই সেটি নিশ্চিত করা যা□ছলো না। সেগুলো কনফার্ম করা যা□ছলো না। অফিস থেকে বলা হলো, অর্থমন্□ীর সঙ্গে কথা বলো, তাঁর কমেন্ট নাও।
নাম্বার ঘুরালাম। বেশ খানিকখন পর ওপাশ থেকে ‘হ্যালো’ শব্দ ভেসে এলো। কিবরিয়া সাহেবের কণ্ঠস্বর।

আমি পরিচয় দিয়ে ফোন করার উদ্দেশ্য খুলে বললাম। কিবরিয়া সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর শান্□ভাবে জবাব দিলেন, ‘সাগর সাহেব আপনি তো সাংবাদিক, সাংবাদিকের লাইফ-স্টাইল এবং একজন সাধারন মানুষের লাইফ-স্টাইল তো এক নয়। সাংবাদিকরা রাত জাগে, বেলা করে ঘুমায়। কিন্তু আমরা তো সাধারন মানুষ। রাত সাড়ে ১০টায় বাসায় ফোন করলে একজন সাধারন নাগরিকের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, এটুকু যদি আপনারা না বুঝেন, তা হলে চলবে কি করে!’

আমি দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, ‘স্যার, আমি তো ফোন করেছি একজন রাজনীতিকের বাসায়। বাংলাদেশে তো রাজনৈতিক নেতাদের গভীর রাতের আগে বাসায়ই পাওয়া যায় না।’ কিবরিয়া সাহেব হাসলেন, ‘আপনাদের সঙ্গে কথার পেরে ওঠা কঠিন সাগর সাহেব। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পরেছিলাম। আপনি ফোন করেছেন আমার বেডর□মের নাম্বারে। তাই আমাকেই উঠে ফোন ধরতে হলো।’

আমি আবারো আমার ফোন করার উদ্দেশ্য বিনীতভাবে প্রকাশ করলাম। কিবরিয়া সাহেব বললেন, ‘সাংবাদিকের অনেক হাই প্রোফাইল নিউজ সোর্স থাকে। কিন্তু একজন অর্থমন্□ী স্বয়ং আপনার ‘নিউজ সোর্স’ হবে সেটা আশা করা একটু বেশি হয়ে যা□ছ না কি সাগর সাহেব?’
আমি বললাম,‘আমি আপনাকে সোর্স বানাতে চা□ছনা না। আমি শুধু আমার পাওয়া তথ্য সম্স্লর্কে আপনার মতামত জানতে চা□ছ।’

আমি আজও বিস্মিত হই, কর্মব্যস্□ একজন অর্থমন্□ীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁর মন্□ণালয়ের গোপনীয় বৈঠকের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাতেও কিবরিয়া সাহেব একটুও রাগান্বিত হলেন না। অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেন ।আজ বলতে দ্বিধা নেই,সেই দিন আমার ফোন করার উদ্দেশ্যও কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। তারপর কিবরিয়া সাহেবের সঙ্গে সম্স্লর্কটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিলো। আমি যথারীতি তাঁকে বাসায় ফোন করতাম, কখনো তিনি বাসায় না থাকলে কিংবা ব্যস্□ থাকলে তার পিএ ফোন ধরেই বলতেন, ‘স্যার আপনাকে ফোন করবে।’ দেশের অর্থমন্□ী কলব্যাক করবেন এইটুকু একটু বেশি প্রত্যাশা হলেও তিনি বরাবরই আমাকে কলব্যাক করেছেন।

৪.

উত্তরাঞ্চলের শিল্প বাণিজ্য নিয়ে দৈনিক প্রথম আলোয় আমি একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছিলাম। টানা মাসাধিককাল উত্তরাঞ্চল অবস্থান করে সরেজমিনে খোঁজ খবর নিয়ে উত্তরাঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা এবং অতীতের প্রতিষ্ঠা পাওয়া শিল্পগুলো ধংষ হয়ে যাওয়ার কারন অনুসন্ধান করে সেই প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছিলো। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা সেই প্রতিবেদন পড়ছেন- এই ভাবনাও আমার মধ্যে ঠাই পায় নি। কিন্তু কিবরিয়া সাহেব যখন একদিন নিজেই বলে বসলেন, আপনার উত্তরাঞ্চলের সিরিজটা আমি পড়েছি, ওটা নিয়ে আমি কিছু চিন্□াভাবনা করছি, আমি তখন বিস্মিত হয়েছিলাম।কিবরিয়া সাহেব সেদিন আরো বলেছিলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে আমি চাঙ্গা করার চেষ্টা করছি, ঢাকার বাইরে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার পরিকল্পনাও আমার রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের জন্যও আমি আলাদা কিছু করবো। তিনি বলেছিলেন, আপনারা অর্থনৈতিক সাংবাদিকরা যদি একটু পরিশ্রম করেন, সারা দেশের শিল্প বাণিজ্যের সম্ভাবনা এই ভাবে তুলে ধরেন, তাহলে দেশের অনেক উপকার হবে।

দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বে ‘বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি’ পরে এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনটির জন্য আমাকে ‘সেরা অর্থনৈতিক সাংবাদিক’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।কিবরিয় সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেই পুরষ্কার আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিবরিয়া সাহেবের হত্যাকান্ডের পর এইসব ঘটনাপ্রবাহ কেন জানি বারবার মাথায় ঘুরপাক খা□ছ।

প্রথম আলোয় কর্মরত থাকার সময় অফিস থেকে বলা হলো, কিবরিয়া সাহেবের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। অর্থনৈতক সাংবাদিক হিসেবে দেশের অর্থমন্□ীর সাক্ষাৎকার নিলে সেটি অর্থনীতি সংক্রান্□ হবে সেটিই স্বাভাবিক। আমার প্রস্তুতিও ছিলো অর্থনীতি বিষয়ক প্রশ্ন মালা নিয়েই। সাক্ষাৎকারের শুর□তেই কিবিরিয়া সাহেবও বললেন, আলোচনা হবে দেশের অর্থনীতি

নিয়ে,কোনো রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। দীর্ঘ এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তার সাক্ষাৎকার নিয়ে পত্রিকা অফিসে যেতেই জানলাম, কাগজের আগ্রহ অর্থনীতি নয়- রাজনীতি। কাজেই কিবরিয়া সাহেবকে রাজনৈতিক প্রশ্ন করতে হবে। তা না হলে এই সাক্ষাৎকার ছাপা যাবে না।

অর্থমন্ত্রীকে আমি বলে এসেছিলাম সাক্ষাৎকারটি একদিন পরই ছাপা হবে। কিন্তু পরের দিন আমি ফোন করলাম তার পিএসকে পুনরায় সময় চেয়ে। পিএসকে অনুরোধ করলাম ১০ মিনিটের জন্য হলেও যেন আমাকে সময় করে দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রীর পি এস জানালেন, মন্ত্রী তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে মিটিং এ আছেন। আজ সময় বের করা কঠিন।তবু মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তিনি আমাকে জানাবেন বলে আশ্বাস দিলেন। দুপুরের পর আমাকে মোবাইলে ধরলেন অর্থমন্ত্রীর পিএ- মন্ত্রী মহোদয় কথা বলবেন। আমি বিনীতভাবে তাকে বললাম, স্যার সাক্ষাৎকারটি আমি অপনাকে দেখিয়ে নিতে চাই। তিনি বললেন, আপনার উপর আমার আস্থা আছে, দেখাতে টেখাতে হবে না। এবার আমি আমার অফিসের চাহিদার কথা বলতেই কিবরিয়া সাহেব বললেন, দেখুন, আমি অর্থমন্ত্রী, সাক্ষাৎকারে আমি অর্থনীতি নিয়েই কথা বরতে চাই। রাজনীতি নিয়ে কথা বলার মানুষ তো অনেক আছে।আমার পীড়াপিড়িতে তিনি অবশ্য ১০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ১০ মিনিট শেষ পর্যন্ত প্রায় পৌণে এক ঘন্টায় গড়িয়েছিলো।

কিবরিয়া সাহেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা সেও অনেক দিন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে সামনা সামনি সাক্ষাতের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। সংবাদ সম্মেলন, মন্ত্রণালয়ে কোনো বৈঠক কিংবা সাক্ষাতকার ছাড়া কিবরিয়া সাহেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাতের কোনো স্মৃতি আমার নেই। কিন্তু সপ্তাহে অন্তত ৩/৪ দিন টেলিফোনে সংলাপই আমার সবচেয়ে দুর্লভ স্মৃতি। কিন্তু বর্তমান বিএনপি ক্ষমতা গ্রহনের পর অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান যখন দেশের অর্থনীতি এবং সাবেক অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে একের পর এক মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল তৈরি করতে শুরু করলেন, তখন দেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীবিদ একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'অর্থমন্ত্রী এতোসব কথা বলছেন- আপনারা কিছু লিখছেন না কেন? দেশের অর্থনীতির অবস্থা কি, সাবেক সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতির অবস্থা আসলে কি ছিলো তাতো আপনারা জানেন। দেশের মানুষকে সত্য কথা জানতে দেওয়া তো আপনাদেরই দায়িত্ব।' অফিসে এসেই আমি কিবরিয়া সাহেবকে ফোন করলাম- 'স্যার, আপনার একটি সাক্ষাৎকার চাই।' কিবরিয়া সাহেব হেসে বললেন,' আমি কি করেছি, আমার সময়ে অর্থনীতির অবস্থা কি ছিলো, তাও আমাকেই বলতে হবে? একজন দায়িত্বশীল অর্থনৈতিক সাংবাদিক হিসেবে আপনি নিজে কি তা লিখতে পারেন না?' পরমুহুর্তেই তিনি বললেন,' কিছু মনে করবেন না। আপনাদের অবস্থাও তো আমি বুঝি। কাল সন্ধ্যায় চলে আসুন আমার বাসায়।' আমি বললাম,'স্যার আপনার বাসার ঠিকানা এবং লোকেশনটা বলুন।' এবার যেন বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে গেলেন তিনি। 'কি বললেন,

আমার বাসার ঠিকানা আপনি জানেন না? আমার বাসা আপনি চেনেন না?' আমি না-বোধক জবাব দিতেই সদা মৃদুভাষী কিবরিয়া সাহেব হা হা করে উঠলেন। বললেন,'আমি হাসবো না কাঁদবো সাগর সাহেব বুঝতে পারছি না। দেশের বড় একটি পত্রিকার ইকোনোমিক রিপোর্টার আপনি। সাবেক অর্থমন্□ীর বাসা কোথায় তা আপনি জানেন না? আপনি কি কখনোই আমার বাসায় আসেন নি?' বললাম, সে সৌভাগ্য আমার কখনোই হয়নি। কিবরিয়া সাহেব বললেন,'এটাকে কি আমি আমার ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচনা করবো?' হাসতে হাসতে বললাম, 'স্যার এটাই বোধ হয় পেশাদার সম্স্লর্ক। একজন সাংবাদিকের সঙ্গে অর্থমন্□ীর পেশাদার চমৎকার সম্স্লর্কটি ব্যক্তিগত পর্যায় পর্যন্□ চলে যায়নি।'

৪.

কিবরিয়া সাহেবের সঙ্গে এক ধরনের বৈরী সম্স্লর্ক গড়ে উঠেছিলো দেশের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সঙ্গে। কিবরিয়া সাহেব কি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের ক্ষমতার দৌড় কতখানি? অর্থমন্□ীর দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি কালো টাকার দৌরাত্ম বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঋণখেলাপিদের বির□দ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্□ীর বিশেষ স্নেহভাজন একজন ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী রাষ্ট্রযন্□র সর্বো□চ ক্ষমতা কাজে লাগিয়েও কিবরিয়া সাহেবকে টলাতে পারেন নি। কিবরিয়া সাহেবের দায়িত্বপালনকালে শেখ হাসিনার স্নেহভাজন ব্যবসায়ী শিল্পপতিটি পর্যান্□ ব্যাংক ঋণের সুবিধা পাননি খেলাপি হওয়ার কারনে। এই সব ব্যবসায়ী-শিল্পতিরা জোট বেঁধেছিলেন কিবরিয়া সাহেবের বির□দ্ধে। অর্থমন্□ীর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্যকাউকে অর্থমন্□ী করার জন্য শেখ হাসিনার কাছে দেন-দরবার করেছেন তারা। বাজারে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছেন কিবরিয়াকে সরিয়ে দেওয়া হ□ছ। কিন্তু কিবরিয়া সাহেব তাঁর অবস্থান থেকে একচুলও নড়েন নি। ছিয়ান্নব্বই সালে দেশের শেয়ার বাজারে ভয়াবহ ধ্বস নেমেছিলো এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর কারনে। কিবরিয়া সাহেব তদন্□ কমিটি গঠন করে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের। তাদের মধ্যে তৎকালীন সরকারের, খোদ প্রধানমন্□ীর বিশেষ স্নেহভাজন কেউ কেউও ছিলেন অভিযুক্তদের মধ্যে। তারপরও বিচারের প্রশ্নে কিবরিয়া সাহেব ছিলেন অবিচল।

কিন্তু শেয়ার কেলেংকারির নায়ক, ঋণখেলাপি, কালো টাকার মালিকরা কিবরিয়াকে সরাতে না পেরে তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। অবশ্য সে সুযোগ তারা পায় নি। একবার কোনো এক বক্তৃতায় কিবরিয়া সাহেব দেশের শেয়ার বাজার সম্স্লর্কে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের শেয়ার বাজার আমি বুঝি না।' তাঁর বক্তব্যের সারকথা ছিলো, শেয়ার বাজারের নিজস্ব একটি ব্যাকারণ আছে। সেই ব্যাকারণ মেনে শেয়ার বাজার উঠানামা করে। কিন্তু বাংলাদেশের শেয়ারবাজার কোনো ব্যাকারণ মানে না। এখানে কেন শেয়ারের দাম বাড়ে, আর কেন কমে, তা আমিও বুঝি না। কিন্তু

কিবরিয়া সাহেবের এই উক্তিটি নিয়েই শেষ পর্যন্ত রাজনীতির মাঠ গরম হয়ে যায়। 'যেই অর্থমন্ত্রী শেয়ারবাজার বোঝেন না, সেই অর্থমন্ত্রী শেয়ারবাজারের উন্নয়ন করবেন কি ভাবে?' তারা শেয়ারবাজার না বোঝার দায়ে অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগও চেয়ে বসেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান অর্থমন্ত্রী ক্ষমতা নেওয়ার পরও শেয়ারবাজারের মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারার সমালোচনার মুখে বলেছিলেন,' শেয়ার বাজার আর মোহাম্মদপুরের কাঁচা বাজারের মধ্যে পার্থক্য নেই।' কিন্তু এটি নিয়ে কোনো মহলই কিন্তু কোনো উচ্চবাচ্য করে নি। শ্রেণী স্বার্থ বলে তো কথা!

অর্থমন্ত্রী হিসেবে কিবরিয়ার সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নিয়ে তর্কবিতর্ক করার সুযোগ অবশ্যই আছে। কোনো ব্যক্তিই পুরোপুরি সফলতা দাবি করতে পারেন না। অর্থমন্ত্রী হিসেবে কিবরিয়া একশত ভাগ সফল ছিলেন সেই দাবি আমিও করি না। কিন্তু গ্রামীন অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তিনি, দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রনে রেখেছিলেন। গ্রামের মানুষের হাতে টাকা পয়সা হয়েছিলো। কালোটাকার মালিক, ঋণখেলাপিদের চটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি গণমানুষের জন্য কল্যাণকর নীতিমালা এবং পদক্ষেপ নিয়ে। অব্রাহত চাপের মুকেও তিনি বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর অযৌক্তিক নীতিমালা মেনে নিয়ে দেশকে দুই দাতা সংস্থার দাসে পরিণত করেন নি।(সারা পৃথিবীতে সেই সময় দুটি মাত্র দেশ ছিলো যারা বিশ্ব্যাংক আইএমএফ এর কর্মসুচী গ্রহন করে নি। বাংলাদেশ ছিলো তার একটি।) সেই কিবরিয়া সাহেব গ্রেনেড হামলায় প্রাণ হারালে টরন্টোতে বসে আমরা স্বজন হারানোর বেদনায় কুঁকড়ে উঠবো না কেন?

৫.

লেখার শুরুতেই বলেছিলাম নগরে আগুন লাগলে কি দেবালয় রক্ষা পায়? একের পর এক বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, কিবরিয়া সাহেবদের মতো ভালো মানুষ রাজনীতিবিদদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে বাংলাদেশ। সারা দেশের মানুষ ঘৃণায়, লজ্জায় আর ক্ষোভে ধিক্কার দিয়েছে পৈশাচিক এই হত্যাকান্ডের । আওয়ামী লীগ লাগাতার হরতাল কর্মসুচী পালন করছে। দুর্ভাগ্য আমাদের! লজ্জাজনক এই হত্যাকান্ড নিয়েও শুরু হয়েছে ঘৃণ্য রাজনীতির খেলা। মান্নান ভুইয়া, মওদুদ আহমদ কিংবা মির্জা আব্বাসদের মতো রাজনীতিকরা কিবরিয়া হত্যাকান্ডকে দলের আভ্যন্তরীন কোন্দলের পরিণতি হিসেবে অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছে। এটি যে সরকারেরও মত, তা বুঝতে কারোই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, দেশের জনগনের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করে জনগনের রায় নিয়ে ক্ষমতা এসে এই সরকার জনগনের তো নয়ই, খোদ রাজনীতিকদের নিরাপত্তাই দিতে পারছে না। তার উপর নির্মম হত্যাকান্ডের বিচার করার উদ্যোগ না নিয়ে ঘাতকদের আড়াল করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এই সরকার যে কিবরিয়া হত্যাকারীদের খুঁজে বের করবে না কিংবা বিচার করবে না, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কেননা, খুনি কখনোই খুনের বিচার করবে না, কিংবা কারা হত্যাকারী তা উন্মোচিত হতে দেবে না। তা হলে জনগনের কি করার আছে?

আশার কথা, কিবরিয়া সাহেবের সহধর্মীনী শিল্পী আসমা কিবরিয়া এবং তার পরিবারের সদস্যরা শোকের চাদরটি গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। শান্□পুর্ণ এবং অহিংস এক আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশে খুনের রাজনীতি বন্ধ এবং সাধারন মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার দাবিতে। সম্স্লুর্ণ অরাজনৈতিক এই আন্দোলনে বাংলাদেশের সর্বস্□রের মানুষ সাড়া দিয়েছেন। আমরা যারা সুদুর প্রবাসে বসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাপ্রবাহে আলোড়িত হই,যারা এখনো বাংলাদেশের মাটিতে নিজের শেকড়ের সন্ধান খুঁজি তারা শিল্পী আসমা কিবরিয়ার এই অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করছি। বাংলাদেশ তো আমার শেকড়। বাংলাদেশটা যদি খুনিদের এই জিঘাংসার আগুনে পুড়তেই থাকে ক্রমাগত, সুদুর কানাডায় বসে আমরা কি সেই উত্তাপ থেকে রেহাই পাবো! মোটেই না। তাই বাংলাদেশের খুনীচক্রের বির□দ্ধে এই কানাডায়ও আমরা সো□চার । কিবরিয়াই যেন হয় খুনিচক্রের জিঘাংসার শেষ শিকার- সেই দাবি কিংবা প্রত্যাশা আমাদেরও।

শওগাত আলী সাগরঃ কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক ।
ই মেইলঃ sagor_shaugat@yahoo.com